দৈনিক
নকিলাব

তারিখ ... 27 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... ১ ...

পরীক্ষার ফলাফল ঃ ভর্তি সঙ্কটের আশঙ্কা

শিক্ষাজীবনের দ্বিতীয় পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে পরিচিত সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম, ফাযিল, কামিল ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি, বিএ/ভোকেশনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে শনিবার। ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের পাসের গড় হার ৭০ দশমিক ৪৩ শতাংশ, যা গতবারের চেয়ে ৪ দশমিক ৪২ শতাংশ কম। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার বরাবরের মতো এবারেও শীর্ষে রয়েছে। গতবারের চেয়ে এবার আলিমের পাসের হার বেড়েছে। পাসের হার ৮৪ দশমিক ৭ শতাংশ। গত বছর ছিল ৮২ দশমিক ৪৩ শতাংশ। অনুরূপভাবে ফাজিল পরীক্ষায় এ বছর পাসের হার ৮১ দশমিক ৬৯ শতাংশ, গতবার ছিল ৮০ দশমিক ৯৮ শতাংশ। কামিল পরীক্ষায় পাসের গড় হার শতভাগ। গতবার ছিল ৯৭ দশমিক ৭৩ ভাগ। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ৭৮ দশমিক ৬০ শতাংশ। গতবার ছিল ৮১ দশমিক ২৭ শতাংশ। এবার জিপিএ ৫ পেয়েছে ১৮ হাজার ২শ' ২২ জন। এই সংখ্যা গতবারের চেয়ে কম। গতবার জিপিএ ৫ পেয়েছিল ১৯ হাজার একশ' ৮ জন। এবার শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গতবারের তুলনায় বেড়ে ৭শ' ৫৫টি হয়েছে। গতবছর এই সংখ্যা ছিল ৬শ' ১৪টি। একজনও পাস করেনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে। কৃতকার্যদের সংখ্যা শতকরা হার কিংবা জিপিএ ৫ প্রাপ্তি সবদিক থেকেই এবার মেয়েদের তুলনায় ভাল করেছে ছেলেরা। এবার পরীক্ষার ফল প্রকাশের সাথে সাথে একদিকে যেমনি আনন্দের বন্যা বইছে, অন্যদিকে দেখা দিয়েছে আশঙ্কা। পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য এলেও উচ্চ শিক্ষায় বিপুল আসন সঙ্কটের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে পাসকরা শিক্ষার্থীরা। মনে করা হচ্ছে, আসন সঙ্কটের কারণে অন্তত ১ লাখ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। একই কারণে ভাল ফল করেও অনার্স, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ অন্যকোন কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাস্তরে প্রবেশই করতে পারবে না অন্তত ৭০ থেকে ৮০ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী। বেশী অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা। আসন সংখ্যাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এই জটিলতা দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন সঙ্কটের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। পাসের হার ও জিপিএ ৫ প্রাপ্তির সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে অনেকেই ইংরেজীতে ৪০ নম্বরের ব্যাকরণ বিষয় নতুন করে যুক্ত হওয়া এবং বিজ্ঞানে দক্ষ, যোগ্য শিক্ষক না থাকাকে দায়ী করেছেন।

এবার যারা এইচএসসি পাস করেছে তারা ২০০৭ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। তখন পাসের হার ছিল ৫৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ। শিক্ষাজীবনের দু'দুটি পাবলিক পরীক্ষায় যারা মেধার স্বাক্ষর রেখেছে তাদের অনেকেই যোগ্যতা অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মারাত্মক হোঁচট খেতে যাচ্ছে। যোগ্য বলে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই হয়তো কাঙ্ক্ষিত উচ্চশিক্ষায় প্রবেশই করতে পারবে না আসন সঙ্কটের কারণে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী, দেশে সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স ও ডিগ্রী কলেজ, বুয়েট, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ৬শ' ৯৫টি। এসব প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা ৩ লাখ ৫০ হাজারের মতো। এই আসনের বিপরীতে এবার দেশে ১০টি শিক্ষা বোর্ডে পাস করেছে ৪ লাখ ৪২ হাজার ৩শ' ৮৯ জন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে অন্তত ৮০ হাজারেরও বেশী শিক্ষার্থীর। এর ফলে একদিকে মেধা পাচারের আশঙ্কা রয়েছে, অন্যদিকে শিক্ষাগ্রহণে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যার বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে সামগ্রিক শিক্ষা ক্ষেত্রে। গত কয়েক বছর ধরেই উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তি সঙ্কটের বিষয়টি নানাভাবে আলোচিত হয়ে আসছে। প্রতিবারই সরকারের পক্ষ থেকে কথার ফুলঝুরি ফুটিয়ে নানা আশ্বাস দেয়া হলেও কার্যত কিছুই করা হয়নি এবং হতে যাচ্ছে এমন কোন লক্ষণও নেই। অন্যদিকে অব্যাহত গতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ভাল ফল করে আসলেও এদের প্রতি আগের মতোই বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। ভাল ফল করার পরও তাদের জন্য রিওয়ার্ডের কোন ব্যবস্থাতো নেই, বরং উচ্চতর শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী অনেক দিনের হলেও এযাবৎকাল এ ব্যাপারে ইতিবাচক কোন অগ্রগতি হয়নি। কার্যকর কোন ভূমিকাও নিতে দেখা যায়নি। মাদ্রাসা শিক্ষাকে কার্যকর, আধুনিক ও সংস্কার করার কথা বলা হলেও তাতে কোন কাজ হবে না যতক্ষণ বাস্তবে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের আন্তরিক আগ্রহ বা ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে।

দেশ গঠনে মেধাবীদের অবদান নিশ্চিত করতে শিক্ষার সুযোগ সংবলিত পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন বিকল্প নেই। পাশাপাশি শিক্ষার মান সমুন্নত রাখাও জরুরী। দেশের সরকারী-বেসরকারী দু'ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই রয়েছে। বিদ্যমান চাহিদার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেহেতু অপ্রতুল তাই সরকারী পর্যায়ে আসন বাড়াবার পাশাপাশি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবীরা যাতে ভর্তি হতে পারে, সেজন্য তাদের মানোন্নয়ন করা প্রয়োজন। মেধাবীদের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকার সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারে। দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-কৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে যুগোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি নজর দেয়া অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। ভাল ফলাফলের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা যাতে উপযুক্ত রিওয়ার্ড পায় সেদিকে খেয়াল রেখে তাদের প্রাইম দাবী পূরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষায় দক্ষ, যোগ্য মানবসম্পদ গড়ে তুলে বাংলাদেশকে উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করাতে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সচেষ্ট হওয়া সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে।